



জীবনের আয়োজন

ইমতিয়াজ বুরহান

হুম্ব

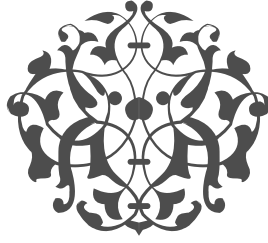


সূচিপত্র



পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়	১১
হৃদয়ের পাটাতনে স্মৃতির খেলা	২২
ভাবনায় বেঁধে রাখি হিসেবের ভয়	৩২
লোভে পড়ে হারিয়েছি প্রাপ্তির নুর	৪৫
তাল মিলিয়ে পথ ভুলেছি	৫৫
শত্রুর জালে আটকে মরি	৬৪
একটুখানি নেকির মায়ায়	৭৪
আসব ফিরে নীড়ে	৮১





পৃথিবী আমার আমল ঠিকানা নয়

দুনিয়াতে একটু ভালো থাকার জন্য আমরা কত কষ্ট করি, তাই না? যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করে, পাইকারি বাজারে মাছ-সবজি বিক্রি করে, আটটার আগেই যাদের অফিসে যেতে হয়, তাদের তো সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় ছয়টারও আগে। যারা বিভিন্ন আবাসিক এরিয়া, বাসা-বাড়ি-ফ্ল্যাটে নাইট ডিউটি করে, বিভিন্ন শপিংমল ও বাজার পাহারা দেয়, যারা রাতে বাস-ট্রাক চালায়; সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য তাদের জেগে থাকতে হয় সারা রাত।

এই আমরা যে মানুষগুলো অফিসে ডিউটি করার জন্য ভোর পাঁচটারও আগে উঠছি, রাত তিনটার বিমান মিস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘুমানোর আগে দুই তিনটা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখছি, হাড়কাঁপানো শীতেও লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে নাইট ডিউটি করছি, অবসরে আমরা সে মানুষগুলোই যখন বাড়িতে থাকি তখন ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাই। হারিয়ে যাই এক অজানা রাজ্যে। বাড়ি লাগোয়া মসজিদের ফজরের আজানও তখন আমাদের কানে আসে না। মুয়াজ্জিনের ‘হইয়া আলাস সালাহ’ শুনেও তখন আমাদের ঘুম ভাঙে না! ফজরের নামাজটাও আমরা জামাতের সাথে আদায় করতে পারি না!

আফসোস আমাদের জন্য! দুনিয়ার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য আমাদের কত ক্লান্তি, কত পরিশ্রম, কত ব্যস্ততা...! অথচ ছুটির দিনে ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, সকাল নয়টা পার হয়ে গেছে! আচ্ছা, আমরা মানুষ তো এক জনই, তাহলে



অফিসে ডিউটির বেলায় এক রকম আর নামাজের বেলায় আরেক রকম হয়ে গেলাম কেন? দুনিয়াটা কি আমাদের কাছে আখেরাতের চেয়েও মূল্যবান? অফিসের বসের আদেশ কি আমাদের কাছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আদেশের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আসলেই আমাদের জীবনটা বড় বৈচিত্র্যময়! রহস্যের আধার!

আমাদের চারপাশে অনেক মানুষের সমাগম, হাজারো মানুষের আনাগোনা। কিন্তু আকৃতি মানুষের হলেও সমাজ অনেককে ‘মানুষ’ বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কারণ, তাদের মাঝে নেই মনুষ্যত্ব, মানবিকতা। নেই গভীর জীবনবোধ ও পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলি।

বিশ্বাস করুন, একজন মানুষ যত গভীর জীবনবোধের অধিকারী হবেন, যত বুঝবেন সমাজের মানুষের ভাষা ও হৃদয়ের আকৃতি, তিনি ঠিক ততটাই ‘মানুষ’ হয়ে উঠবেন। জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে যারা গভীরভাবে ভাবেন, তারা চিন্তাশীল হন। তারাই হন সৃষ্টিশীল, সচেতন ও দূরদর্শী। জীবনের বাঁকে বাঁকে যারা বিভিন্ন ঝড়-ঝাপটা মোকাবেলা করেছেন, বিপদ-আপদে পুড়ে নিজেদের খাঁটি করেছেন, তাদের একেকটা কথা হয় হীরা-মণি-মুক্তার চেয়েও দামি।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন—একটা গাছ এক দিনেই যেমন বড় হয় না, ছোট্ট একটা বীজ এক দিনেই যেমন ছায়াদার-ফলদার গাছ হতে পারে না, তেমনই মুখলিস ইবাদতকারী, একনিষ্ঠ সমাজসেবক ও জীবনগভীর মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, দৃঢ় মনোবল, লক্ষ্য প্রস্তুতি এবং একটা লং জার্নি।

জীবন নিয়ে আমরা যেমন ভাবি, চারপাশ-পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে আমরা যেমন অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করি, তেমনই সালাফে সালাহিন, আকাবিরে উন্মত্তও নিজ দেশ-জাতি-সমাজ ও উন্মত্ত নিয়ে ভেবেছেন। যুগে যুগে তারাও দেখেছেন সমাজের পরিবর্তন, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমা। আমাদের চোখে দেখা দুনিয়ার চেয়ে ‘সালাফের চোখে দেখা দুনিয়া’ বুঝাটা আমাদের খুব বেশি জরুরি। সালাফের সূক্ষ্মদৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা ও ইলমের গভীরতা আমাদের সামনে উন্মোচন করবে বিস্ময়কর এক জগৎ। সালাফের চোখে দেখা সেই দুনিয়াটাই আমরা বুঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

জীবনের প্রথম ভাগে মানুষের আবেগ থাকে খুব। শারীরিক শক্তিমত্তা, অপরিপক্ক জ্ঞান আর পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে যুবসমাজ ও তরুণদের অনেকেই এসময় বিপথগামী হয়। উপরন্তু, কুপ্রবৃত্তি, নফসের চাহিদা, দুনিয়ার চাকচিক্য



আর শয়তানের কুমন্ত্রণা তো আছেই। ফেতনাপূর্ণ পরিবেশ, চারপাশে গুনাহের হাতছানি, অশ্লীলতার ঢেউ আর বেহায়াপনার জলোচ্ছ্বাসে একটা টগবগে যুবক নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবে, তার কোনো দিক-নির্দেশনাও তার সামনে থাকে না। ফলে সে সমাজের সাথে তাল মেলায়। ভেসে যায় গুনাহের অবাধ ঢেউ আর অশ্লীলতার প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসে!

শৈশবের খেয়ালিপনা, কৈশোরের হাস্যরস, যৌবনের উন্মাদ-উন্মাতাল বিনোদন এবং বিবাহ-পরবর্তী জীবনের ট্রাজেডিগুলো মানুষের জ্ঞান-মেধাকে পরিপক্ব করে, বিচক্ষণ বানায়, জীবনের কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নিতে সাহায্য করে। সেজন্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের চিরাচরিত স্বভাব—দু-একজন নবি-রাসুল ছাড়া মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন অন্য সব নবিদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নবুওয়তের মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন। বুঝা-বোধশক্তি পরিপক্ব হওয়ার পরই কঠিন এই গুরুদায়িত্বের ভার তাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন। জীবনের চল্লিশতম বছর পার হওয়ার পর তিনি নবি-রাসুলদের কাঁধে তুলে দিয়েছেন উম্মতের দ্বীনি রাহনুমায়ি ও পথপ্রদর্শনের জিন্মাদারি।

আমাদের বিখ্যাত জ্ঞানপুরুষ শেখ সাদি (রহ.) এই বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনিও বুঝেছেন, জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষের জ্ঞানে পরিপক্বতা আসে, উন্মাদনা ও তাড়াছড়োর স্বভাব স্তিমিত হয়, চিন্তা-ভাবনা বিকশিত হয়, সমাজকে পূত-পবিত্র করা এবং উম্মতের মধ্যে দ্বীনি কাজ করার প্রেরণা তৈরি হয়। আর অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে, এ সময়টাতেই মানুষ আখেরাতমুখী হয় সবচেয়ে বেশি। মহান আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও দ্বীনের গুরুত্ব এ সময়টাতেই মানুষের বেশি বুঝে আসে। সেজন্যই দায়িদের অভিজ্ঞতায়, যুবকশ্রেণির চেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও মুরুবিবদের দ্বীন বুঝানো সহজ। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তাদের সামনে স্পষ্ট—দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী; এটা সামান্য আনন্দ ও ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

শেখ সাদি (রহ.) তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কারিমা-তে খুবই চমৎকার একটি কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন :

مزارع تو از حال طفلي گشت	*	چهل سال عمر عزیزت گزشت
دے با مصالح، نپرداختی	*	ہمہ با ہوا و ہوس ساختی
مباش ایمن از بازی روزگار	*	مکن تکیہ بر عمر ناپایدار



ইমাম হাতেম আসম (রহ.) আরও চমৎকার কথা বলতেন : ‘দুনিয়াটা হলো ছায়ার মতো। যদি তুমি তার পিছনে দৌড়াও, তাহলে সে তোমার থেকে দূরে যেতে থাকবে। আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে সে তোমার অনুসরণ করবে। তোমার পিছনে ঘুরতে থাকবে।’

ইমাম ওহাব ইবনে মুনাবিহ (রহ.) বলতেন : ‘দুনিয়া এবং আখেরাতের উদাহরণ হলো দুই সতিনের মতো; যদি তুমি এক জনকে সন্তুষ্ট করতে চাও তাহলে অন্য জন অবশ্যই তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে।’

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : ‘কাফেরের জীবনটা খেলাধুলা ও অনর্থক কাজে অপব্যয়ের মতো। কারণ তাতে আছে ধোঁকাবাজি, মিথ্যা ও প্রতারণা। বিপরীতে মুমিনের জীবন পুরোটাই নেক আমলে পরিপূর্ণ। তাই মুমিনের জীবন অনর্থক হওয়ার কোনো কারণ নেই।’

ইমাম ইবরাহিম ইবনে ইয়াজিদ (রহ.) বলতেন :

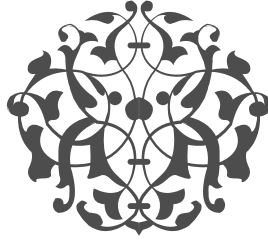
‘সালাফে সালাহিন আর তোমাদের মাঝে অনেক পার্থক্য। সালাফে সালাহিনের কাছে দুনিয়া হয় ও অপদস্থ হয়ে এলেও তারা পালিয়ে বেড়াতেন আর দুনিয়া তোমাদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়, তারপরও তোমরা তার পিছন পিছন ছোটো।’^{১৪}

এখন আপনার আর আমার চিন্তার বিষয়, সালাফের দেখা দুনিয়া আর আমাদের দেখা দুনিয়া কি এক, না কি দুটোর মধ্যে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য? আমরা কি আসলেই সালাফের মতো দুনিয়াকে মূল্যায়ন করতে পারছি, না কি নিজেদের পুরোটা বিসর্জন দিচ্ছি দুনিয়া কামাই করার জন্য?

আমাদের দুনিয়া দেখাটা যেন সালাফের দৃষ্টিতে দুনিয়া দেখা হয়। দুনিয়ার মোহে আমরা যেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তষ্টি ভুলে না যাই! এমনটাই হোক আমাদের ‘দুনিয়া ভাবনা’...!



১৪. কিতাবুজ্জুহদ লি নুআইম ইবনে হান্নাদ, পৃষ্ঠা : ৫৫১

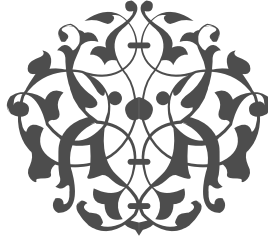


হৃদয়ের পাটাতনে স্মৃতির খেলা

দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি কম-বেশ আমরা সবাই বুঝি। একটা ছোট বাচ্চাও দেখে, কে তাকে বেশি আদর করে, কে বেশি ভালোবাসে। যে তাকে বেশি আদর করে, সে তার কাছেই থাকে, তার কাছেই যায়। যে তাকে বকা দেয়, শাসন করে, মারধর করে, ছোট বাচ্চা তার কাছে যেতে চায় না, দূরে দূরে থাকে।

একটা ছোট বাচ্চাও যদি নিজের ভালো-মন্দ বুঝার পর খারাপটা থেকে দূরে থাকে, খারাপ কারও কাছে যেতে না চায়, তাহলে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা বুঝার পরও একজন বুদ্ধিমান কখনোই দুনিয়ার সাথে আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। সে দুনিয়াতে থাকলেও তার জীবনটা হয় মুসাফিরের মতো। দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য, চকচিক্যে সে মোহগ্রস্ত হয় না; বরং সব সময় সে আল্লাহমুখী থাকে, আখেরাতমুখী থাকে, নিজের আমল সংশোধনের চেষ্টা করে।

দুনিয়াতে একটু ভালো থাকার চিন্তা তো আমরা সকলেই করি। বড় একটা বাড়ি, দামি একটা গাড়ি আর হাই প্রোফাইলের একটা জবের চিন্তা তো আমাদের সকলেরই। কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে আমরা যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করি, আখেরাতের ব্যাপারেও কি আমরা ততটুকু মনোযোগী? দুনিয়ার জন্য আমরা সারা দিন যে পরিশ্রম করি, আখেরাতের ব্যাপারেও কি আমাদের চেষ্টা ততটুকু? জীবনের ইঁদুরদৌড়ে আমরা যতটুকু এগিয়েছি, আখেরাতের সম্বল গ্রহণ করার ব্যাপারেও কি আমরা ততটুকু আগ্রহী ও উৎসাহী?



আমরা ফিরে নাঁড়ে

আমরা কেউই পৃথিবীতে চিরদিন থাকার জন্য আসিনি। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সামান্য সময়ের জন্য। উদ্দেশ্য— আমরা যেন ইবাদত করে পরকালে জান্নাতের অধিকারী হতে পারি, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

আমাদের এই দুনিয়ায় আগমন যেহেতু পরকালের প্রস্তুতির জন্য, তাই সব সময় আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের মৃত্যুর স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ - وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ كَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ
الضَّالِّينَ - وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল করতে না পারে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বেই আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা দিতাম



এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।^{৮৩}

দুনিয়ার জীবনটা আমাদের এমনভাবে কাটানো উচিত, যেন আমরা এখানে পথচারী বা মুসাফির। এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

দুনিয়াতে এমনভাবে জীবন কাটাও, কেমন যেন তুমি গরিব অথবা পথচারী।^{৮৪}

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলতেন :

إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

যখন তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠছ, তখন তুমি সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। যখন সন্ধ্যায় জীবিত আছ, তখন সকালের অপেক্ষা করিয়ো না। সুস্থ থাকাবস্থায় তুমি তোমার অসুস্থতার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও এবং জীবিত থাকাবস্থায় পরকালের জন্য, আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।^{৮৫}

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দেখলে মনে হয়, দুনিয়াটাই তাদের সব। তারা হয়তো কোনো দিন মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে হয়তো তাদের কোনো দিন দাঁড়াতে হবে না। কেয়ামতের ময়দানে হয়তো তাদের হিসাব দিতে হবে না। এ-রকম মানুষ শুধু আমাদের যুগেই না, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ছিল। তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন :

৮৩. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৯-১১

৮৪. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১৬

৮৫. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১৬



أَفْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ^{٦٧}

হে নবি! আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দিই, তারপর যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন ভোগ-বিলাস কি তাদের কোনো উপকারে আসবে?^{৬৬}

সালোফে সালেহিন মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন। তারা মনে করতেন, আজকের দিনটাই বুঝি আমার জীবনের শেষ দিন। তারা বলতেন, আমি যদি জানতাম আমার জীবনের আরেকটা দিন বাকি আছে, তা হলেও আমি আজ যেভাবে আমল করছি ঠিক সেভাবেই প্রতিটা দিন আমল করতাম। অন্য কোনো আমল বাড়ানোর সুযোগ আমার ছিল না।

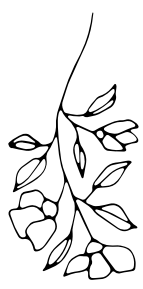
মৃত্যু কখন হবে, এ ব্যাপারে মানুষের কোনো ধারণা নেই। তাই মানুষের করণীয় হলো, সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা, আর মৃত্যু আসার আগেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করে নেওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِينَ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ
سَقَمِكَ، وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ
قَبْلَ مَوْتِكَ.

পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বেই পাঁচটি জিনিসকে মূল্যবান মনে করো : মৃত্যুর আগে দুনিয়ার জীবনকে মূল্যবান মনে করো, অসুস্থ হওয়ার আগেই সুস্থতাকে মূল্যবান মনে করো, ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগেই অবসরকে মূল্যবান মনে করো, বৃদ্ধ হওয়ার আগেই যৌবনকে মূল্যবান মনে করো, অভাব বা দরিদ্রতার আগেই সচ্ছলতাকে মূল্যবান মনে করো, মৃত্যু আসার আগেই জীবনকে মূল্যবান মনে করো।^{৬৭}

৬৬. সূরা শুআরা, আয়াত : ২০৫-২০৭

৬৭. বাইহাকি, হাদিস : ১০২৪৮



আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১	আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ	ড. তাল্লাআত আফিফি
২	সিরাতু মোগলতাই	আলাউদ্দিন মোগলতাই রাহ.
৩	ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৪	লোকটি ছিল মিথ্যুক	ইশতিয়াক আহমেদ
৫	২৪ ঘণ্টার আমল	হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রাহ.
৬	বিহাইন্ড অব সুইসাইড	আদিব সালেহ
৭	বেস্ট ফ্রেন্ড	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
৮	জীবনের ভাঁজে ভাঁজে	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
৯	জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ	মুফতি রফি উসমানি রাহ.
১০	নারীর জন্মাত জাহান্নাম	আব্দুর রহমান আল আনসারী
১১	সুন্দর সম্পর্ক	আমান বিন সাইফ
১২	রাগকে হজম করুন	ড. আবদুর রহমান আরেফি
১৩	গল্পটা যদি এমন হতো	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
১৪	ঈমানের আলো ও নিফাকের আঁধার	ড. সাইদ বিন আলি আল-কাহতানি
১৫	চিন্তার পরিবর্তন	মুস্তাফিজ ইবনে আনির
১৬	মুঠো মুঠো রোদপুর	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
১৭	ফিলিস্তিন সংকট	ড. ইসরার আহমদ রহ.
১৮	আপন আশ্রয়	আব্দুল্লাহ আল মানুন
১৯	লজ্জা : চরিত্রগুণের মুকুট	ফাতহি আবদুস সান্তার
২০	অটুট রাখুন আত্মীয়তার বন্ধন	কাযি আবদুল হই কাসেমি
২১	অদ্বিতীয়া	সাজিদ হাসান
২২	আমি মুসলমান	মুস্তাফিজ ইবনে আনির
২৩	আজ দুঃখরা ছুটি নিক	আদিব সালেহ
২৪	আলোর মুকুট	আব্দুল্লাহ আল মানুন
২৫	মডার্ন টেকনোলোজি	ড. মুহাম্মাদ রশিদ আশরাফ